Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 15-09-2026 21:56 Page 1

সাংসদ পদে ইতি টেনে এবার
ধারাবাহিকে ডেবিউ কোয়েল মল্লিকের

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

এবার বামেদের উদ্যোগ হলদিয়ায়
বিশ্বকর্মা পুজো!

২৮ভাদ্র ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৮৪ সংখ্যা ।। ৮পাতা

আমেরিকার ভিতরে ৫০টি ‘মিনি ইন্ডিয়া’! ট্রাম্পের ‘রক্তচক্ষু’র পরেও লাফিয়ে বাড়ছে ভারতীয়ের সংখ্যা

হামলার আশঙ্কা মক্কাতেও, হাউথির সঙ্গে সংঘর্ষে সৌদির একাধিক শহরে ‘রেড অ্যালার্ট’

সিকিমে ভয়াবহ ভূমিধসে উধাও সেতু, হড়পা বানে বিধ্বস্ত আইসিডিএস সেন্টার!

রাজ্যে সড়কের উন্নয়নে বরাদ্দ ১০৪২ কোটি

কেন্দ্রকে ধন্যবাদ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

নয়া জামানা ঃ রাজ্যের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় বড়সড় উন্নতি হতে চলেছে।২০২৬-২৭ আর্থিক বছরে সেন্ট্রাল রোড অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড বা সিআরআইএফ প্রকল্পের আওতায় পশ্চিমবঙ্গের ছটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার জন্য ১০৪২কোটি ৬২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও জাতীয় রাজপথ মন্ত্রকের তরফে রাজ্যের পূর্ত দফতরের সচিবকে চিঠি দিয়ে এই প্রশাসনিক অনুমোদনের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে।কেন্দ্রের এই পদক্ষেপে রাজ্যের উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ এবং জঙ্গলমহল মিলিয়ে মোট ১৯৪ কিলোমিটারেরও বেশি রাস্তা সম্প্রসারিত ও মজবুত হবে।এই বিপুল বরাদ্দের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নিতিন গডকড়িকে জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে কেন্দ্রের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন,পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং রাজ্যের জনগণের পক্ষ থেকে,২০২৬-২৭ সালের সিআরআইএফ প্রকল্পের অধীনে ১০৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে ছটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিকাঠামো প্রকল্পে প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গডকড়ি এবং ভারত সরকারের সড়ক পরিবহণ ও জাতীয় রাজপথ মন্ত্রককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।রাজ্যের পূর্ত দফতর গত ৩০ জুলাই কেন্দ্রকে এই ছটি রাস্তার জন্য অনুদান চেয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল।সেই প্রস্তাব মেনেই এই বরাদ্দ মঞ্জুর করেছে কেন্দ্র। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে আরও লিখেছেন,আমাদের রাজ্যের পূর্ত দফতরের প্রস্তাব অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ এবং জঙ্গলমহল এলাকার ১৯৪কিলোমিটারেরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এই অনুমোদনের আওতাভুক্ত।গ্রামীণ এবং হাইওয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি আমাদের প্রশাসনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।আমাদের রাজ্যের পূর্ত দফতর নিশ্চিত করবে যাতে এই প্রকল্পগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ গুণমান বজায় রেখে সম্পন্ন হয়।এর ফলে নাগরিকদের যাতায়াত আরও মসৃণ হবে, লজিস্টিক্স ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে এবং শক্তিশালী অর্থনৈতিক বিকাশ সুনিশ্চিত হবে।কেন্দ্রীয় সরকারের চিঠিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই ছটি প্রকল্পের জন্য

যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, ভবিষ্যতে তার কোনও সংশোধিত হিসাব বা রিভাইজড এস্টিমেট গ্রহণ করা হবে না।অর্থাৎ, নির্ধারিত অর্থের মধ্যেই কাজ শেষ করতে হবে।বরাদ্দকৃত এই টাকার মধ্যে রাস্তার মূল কাজ ছাড়াও তিন শতাংশ কন্টিনজেন্সি এবং ১৮ শতাংশ জিএসটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সিআরআইএফ আইন ২০০০ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজের বাস্তবায়ন ও সমাপ্তি রাজ্য সরকারকেই নিশ্চিত করতে হবে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গের কোচবিহারের ৪১.৩০কিলোমিটার দীর্ঘ চ্যাংড়াবান্ধা-জামালদহ-মাথাভাঙা এবং মাথাভাঙা-কোচবিহার রাস্তা (রাজ্য সড়ক-১৬) সম্প্রসারণের জন্য ১৯০ কোটি ২৯লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।জঙ্গলমহল এলাকার পুরুলিয়া জেলা ২৮.৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ রঘুনাথপুর-চন্দনকিয়ারি-চাস রাস্তার (রাজ্য সড়ক-৪) ভোলবদলে খরচ হবে ২২৬ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ।দক্ষিণবঙ্গের চারটির মধ্যে শুধুমাত্র পূর্ব বর্ধমান জেলাতেই দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার অনুমোদন মিলেছে । এর মধ্যে ২৪.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ মন্তেশ্বর-দাঁইহাট রাস্তা (রাজ্য সড়ক-১৫) সম্প্রসারণের জন্য ১৩৯কোটি টাকা এবং ৪৬.৬৯ কিলোমিটার দীর্ঘ বর্ধমান-কাটোয়া রাস্তার কাজের জন্য ১৫৬ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।পাশাপাশি হুগলি জেলায় মগরা-সুলতানগাছা ও সুলতানগাছা-খানপুর-দাসঘরা মিলিয়ে ৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার জন্য ১৮১ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র । এছাড়া উত্তর ২৪ পরগন্না

জেলায় ১২.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ বিষ্ণুপুর-বেলেঘাটা রাস্তার কাজের জন্য ১৪৮ কোটি ৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলার রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হচ্ছিল।নতুন এই বরাদ্দের ফলে রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের যাতায়াতের দুর্ভোগ অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে।এখন দেখার, প্রশাসনিক অনুমোদন মেলার পর রাজ্যের পূর্ত দফতর ঠিক কত দ্রুত এই ছটি রাস্তার কাজ শুরু করে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে পারে।

শিক্ষক বদলির নির্দেশিকায়

স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ রাজ্য সরকারের মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষক বদলির নতুন নির্দেশিকা আপাতত থমকে দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্বৃত্ত হিসাবে চিহ্নিত করে বদলি করার জন্য গত ২৪ জুলাই শিক্ষা দফতর যে সংশোধিত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) জারি করেছিল, তার কার্যকারিতার ওপর আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।মামলাটি দায়ের করেছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের বনমালীপুর সন্তোষ ভট্টাচার্য

মেমোরিয়াল হাইস্কুলের ইংরেজির শিক্ষিকা সোমা সরদার। ২০১৩ সাল থেকে ওই স্কুলে কর্মরত সোমাকে উদ্বৃত্ত দেখিয়ে অন্য স্কুল বেছে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল শিক্ষা দফতর।সোমার পক্ষে তাঁর আইনজীবী উজ্জ্বল রায় আদালতে জানান, ইংরেজি সব শিক্ষার্থীর জন্যই আবশ্যিক বিষয় এবং ওই স্কুলে সোমাই একমাত্র পাস গ্রাজুয়েট ইংরেজি শিক্ষক।

অথচ স্কুলের প্রকৃত শিক্ষক-চাহিদা, ছাত্রসংখ্যা ও বিষয়ভিত্তিক কাজের চাপ বিবেচনা না করেই তাঁকে উদ্বৃত্ত ঘোষণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলা হয়।

হাসিরানি রথের মনোনয়নে পদ-যাত্রা

বিরোধী দলনেতাকে সাহায্যের জন্য চন্দ্রকে খুন, বললেন মুখ্যমন্ত্রী

অরুণ কুমার সাউ,নয়া জামানা, হলদিয়া ঃ আগামী ৬ অক্টোবরের নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে মনোয়নপত্র জমা দিলেন দলীয় প্রার্থী হাসিরানি রথ। তিনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নিহত আপ্ত সহায়ক প্রয়াত চন্দ্রনাথ রথের মা।মনোনয়ন পেশ করার আগে এদিন সকালে রেয়াপাড়ার শিবমন্দির ও জানকীনাথ মন্দিরে পূজা দেন হাসিরানি রথ।এরপর শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে হাজার হাজার কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে এক পদযাত্রার মাধ্যমে তিনি হলদিয়া মহকুমা শাসকের দফতরে গিয়ে নিজের মনোয়ন জমা দেন।দল থেকে প্রার্থী করায় আবেগপ্লুত হাসিরানি দেবী বলেন,শুভেন্দু অধিকারী আমাদের পরিবারের অভিভাবক। নন্দীগ্রামের মানুষের স্বার্থে ও উন্নয়নের কাজে

আমি নিজেকে উজার করে দেব।সংকল্প সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন,চন্দ্রনাথের সবথেকে বড় অপরাধ ছিল সে তৎকালীন বিরোধী দলনেতাকে

সহযোগিতা করত। রাজনৈতিক আক্রোশের কারণেই তাঁকে অকালে প্রাণ দিতে হয়েছে। নন্দীগ্রামের মানুষের পাশে আমি যেমন অতীতে ছিলাম, বর্তমানেও আছি এবং আগামীতেও থাকব।উল্লেখ্য, ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর;উভয় আসন থেকেই জয়ী হওয়ার পর শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুর আসনটি রেখে নন্দীগ্রাম পদটি ত্যাগ করায় এই আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগামী ৯ অক্টোবর ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হবে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 15-09-2026 21:56 Page 2

এক ব্যাগ ‘হৃদয়’ নিয়ে

সেলওয়ারের অবিশ্বাস্য পথচলা

লিখছেন মালবিকা দাস

একটি মানুষ হাঁটছেন। তাঁর হাতে একটি ব্যাগ।ওজন প্রায় ৬ থেকে ৭ কিলোগ্রাম। বাইরে থেকে দেখলে আর পাঁচটা ব্যাগের মতোই। কিন্তু এই ব্যাগের ভিতরে পোশাক নেই, বই নেই, নেই কোনও শখের সামগ্রী।আছে এমন এক যান্ত্রিক ব্যবস্থা, যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাঁর বেঁচে থাকা।

আরও বিস্ময়কর সত্যটি হল যাঁর হাতে এই ব্যাগ,তাঁর বুকের ভিতরে নেই স্বাভাবিক হৃদপিণ্ড।

শুনতে যেন কোনও কল্পবিজ্ঞানের গল্প।অথচ এটি বাস্তব।যুক্তরাজ্যের সেলওয়া হুসেইনের জীবন আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সেই বিস্ময়কর অধ্যায়ের সাক্ষ্য বহন করে যেখানে মানুষের শরীরের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের জায়গা নিয়েছে প্রযুক্তি।

হৃদয় যে শব্দটির সঙ্গে জীবন আর ভালোবাসা দুটোই জড়িয়ে আছে।জন্মের পর থেকে আমাদের অজান্তেই তা কাজ করে যায়।আমরা ঘুমাই, জাগি, হাঁটি, ছুটি, হাসি, কাঁদি আর বুকের ভিতরে হৃদপিণ্ড নিরন্তর রক্ত সঞ্চালন করে চলে।তার জন্য কোনও নির্দেশের প্রয়োজন হয় না।কোনও সুইচ নেই, কোনও চার্জার নেই, কোনও আলাদা যন্ত্র নেই।

সেলওয়ার জীবন সেই পরিচিত ছন্দ থেকে একেবারেই আলাদা।

২০১৭ সালের ২৭ জুন। লন্ডনের হারফিল্ড হাসপাতাল। গুরুতর হৃদ্ যন্ত্রের সমস্যায় তাঁর স্বাভাবিক হৃদপিণ্ড আর শরীরের প্রয়োজন মেটাতে পারছিল না।পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে চিকিৎসকদের নিতে হয় এক অসাধারণ সিদ্ধান্ত। অস্ত্রোপচারে তাঁর নষ্ট হয়ে যাওয়া হৃদপিণ্ড সরিয়ে শরীরে বসানো হয় একটি সম্পূর্ণ কৃত্রিম হৃদপিণ্ড।

একটি হৃদপিণ্ডের জায়গায় আর একটি হৃদপিণ্ড কিন্তু দ্বিতীয়টি মাংসপেশি আর রক্তনালির তৈরি নয়।সেটি প্রযুক্তির তৈরি।

অপারেশনের পর সেলওয়ার সামনে খুলে যায় সম্পূর্ণ নতুন এক জীবন।তাঁর বুকের ভিতরে থাকা কৃত্রিম হৃদপিণ্ডকে সচল রাখার জন্য প্রয়োজন হয় একটি বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থাই কৃত্রিম হৃদপিণ্ডের পাম্পিং কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করে। আর সেই যন্ত্রই থাকে তাঁর সঙ্গে একটি ব্যাগের মধ্যে।

প্রায় ৬ থেকে ৭ কিলোগ্রাম ওজনের সেই ব্যাগ তাই সেলওয়ার কাছে কোনও সাধারণ জিনিস নয়। একজন মানুষ সাধারণত ব্যাগে বহন করেন নিজের প্রয়োজনীয় সামগ্রী।সেলওয়া বহন করেন নিজের জীবন চালিয়ে যাওয়ার প্রযুক্তি।

এই পার্থক্যটুকুই তাঁর জীবনের গভীরতা বোঝার জন্য যথেষ্ট।

ভাবুন, সকালে ঘুম থেকে উঠে দিনের শুরু করলেন।তারপর বাইরে বেরোবেন।আপনার কাছে ব্যাগ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ব্যাগ যদি এক মুহূর্তের জন্যও শুধু ‘ব্যাগ’ না হয়ে আপনার জীবনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকে?সেটিকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে হবে, চলতে হবে, দৈনন্দিন কাজ করতে হবে। সেলওয়ার বাস্তবতা অনেকটা এমনই।

প্রযুক্তি এখানে আর হাসপাতালের কোনও দূরের বিষয় নয়। সেটি তাঁর জীবনের অংশ। শরীরের ভিতরে কৃত্রিম হৃদপিণ্ড, শরীরের বাইরে তার সহায়ক ব্যবস্থা দুটির মধ্যে তৈরি হয়েছে এক অদ্ভুত সেতু। সেই সেতু দিয়েই প্রতিদিন এগিয়ে চলেছে জীবন।

তবে এই গল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হয়তো অস্ত্রোপচার নয়। বরং হাসপাতালের চার দেওয়াল পেরিয়ে সেলওয়ার ফিরে আসা।

২০১৭ সালের শেষ দিকে তিনি হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরেন।অর্থাৎ কৃত্রিম হৃদপিণ্ড নিয়ে তাঁর জীবন শুধু চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি।তিনি হাসপাতালের বাইরের পৃথিবীতেও ফিরেছিলেন।

সেখানেই শুরু হয়েছিল আরও কঠিন মানিয়ে নেওয়ার অধ্যায়।

হাসপাতালে চিকিৎসক,নার্স, যন্ত্রপাতি সবকিছু হাতের কাছে থাকে।কিন্তু বাড়ির জীবন অন্যরকম।সেখানে সকাল হয়, রাত নামে, মানুষ বাইরে যায়, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটায়। দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট কাজই হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা।

সেলওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিটি স্বাভাবিক মুহূর্তের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল একটি অস্বাভাবিক বাস্তবতা।তাঁর শরীরে নিজের হৃদপিণ্ড নেই।তবু তিনি বেঁচে আছেন।

এই একটি বাক্যের মধ্যেই যেন তাঁর গোটা জীবনের গল্প লুকিয়ে আছে।

মানুষের শরীর অত্যন্ত জটিল। হৃদপিণ্ড তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।সেটি রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও পুষ্টি পৌঁছে দিতে সাহায্য করে।সেই কাজ যখন স্বাভাবিকভাবে সম্ভব হয় না তখন চিকিৎসাবিজ্ঞানকে বিকল্প পথ খুঁজতে হয়।

কৃত্রিম হৃদপিণ্ড সেই বিকল্পের এক বিস্ময়কর উদাহরণ।

তবে সেলওয়ার গল্পকে শুধুই চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাফল্য বলে দেখলে কিছুটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কারণ প্রযুক্তি তাঁকে একটি সুযোগ দিয়েছে, কিন্তু সেই সুযোগকে জীবন হিসেবে গ্রহণ করেছেন একজন মানুষ।

এখানেই তাঁর গল্প হয়ে ওঠে মানবিক।

অসুস্থতা মানুষের শরীরকে দুর্বল করতে পারে।চিকিৎসা শরীরকে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু প্রতিদিন নতুন করে জীবনকে গ্রহণ করার মানসিক শক্তি অন্য জায়গা থেকে আসে।

সেলওয়ার সঙ্গে থাকা সেই ভারী ব্যাগ তাই এক অর্থে তাঁর সাহসেরও প্রতীক।

৬ থেকে ৭ কিলোগ্রামের একটি যন্ত্র বহন করা নিঃসন্দেহে সহজ নয়। কিন্তু ওজনটা শুধু যন্ত্রের নয়।তার সঙ্গে রয়েছে সতর্কতা, দায়িত্ব, অনিশ্চয়তা এবং প্রতিদিন স্বাভাবিক জীবনে ফেরার চেষ্টা।

আমাদের কাছে একটি ব্যাগের ওজন হয়তো কিলোগ্রামে মাপা যায়। সেলওয়ার কাছে তার ওজন মাপা যায় না।

কারণ তার ভিতরে রয়েছে জীবন।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে কৃত্রিম অঙ্গের ব্যবহার নতুন নয়। কিন্তু হৃদপিণ্ডের মতো একটি অঙ্গের কাজকে প্রযুক্তির সাহায্যে প্রতিস্থাপনের ধারণা মানুষের কল্পনার সীমাকে বহু দূর এগিয়ে দিয়েছে। আজকের উন্নত প্রযুক্তি হয়তো এখনও জটিল কিন্তু ভবিষ্যতের সম্ভাবনা এখানেই তৈরি হয়।

কৃত্রিম হৃদপিণ্ড অবশ্যই সাধারণ চিকিৎসা নয়। এটি অত্যন্ত জটিল এবং নির্দিষ্ট চিকিৎসাগত পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়। কোনও রোগীর ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যবস্থা প্রয়োজন কি না, তা তাঁর শারীরিক অবস্থা, রোগের ধরন এবং চিকিৎসকদের মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে। তবুও সেলওয়ার জীবন একটি বড় প্রশ্ন রেখে যায় মানুষের শরীর যেখানে সীমাবদ্ধ, প্রযুক্তি কি সেখানে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলতে পারে?

বিজ্ঞান এখনও সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে।কিন্তু সেলওয়ারের জীবন অন্তত একটি উত্তর সামনে রেখেছে কিছু ক্ষেত্রে পারে।

তাঁর গল্পের সবচেয়ে সুন্দর দিকটি হয়তো অন্য কোথাও।

আমরা হৃদয়কে শুধু শরীরের অঙ্গ হিসেবে দেখি না। হৃদয় মানে ভালোবাসা। হৃদয় মানে মায়া। হৃদয় মানে সাহস। হৃদয় মানে আবেগ। কিন্তু সেলওয়ার বুকের ভিতরে সেই স্বাভাবিক হৃদয় নেই।

তবু কি তাঁর ভালোবাসা নেই?

তাঁর ভয় নেই?

তাঁর স্বপ্ন নেই?

তাঁর আপনজন নেই?

আছে।তাহলে হৃদয় কি সত্যিই শুধু একটি অঙ্গ?সম্ভবত নয়।শরীরকে চালিয়ে রাখার জন্য হৃদপিণ্ড প্রয়োজন। কিন্তু জীবনকে অর্থ দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় মানুষের ইচ্ছা, সম্পর্ক, আশা এবং সাহস।সেলওয়ার শরীরে হৃদপিণ্ড কৃত্রিম হতে পারে। তাঁর জীবন নয়।তাঁর বেঁচে থাকার ইচ্ছা নয়।তাঁর সামনে এগিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নয়।২০১৭ সালের সেই অস্ত্রোপচারের পর তাঁর জীবনে বদলে গেছে অনেক কিছু। বদলেছে শরীরের ভিতরের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বদলেছে দৈনন্দিন জীবনের নিয়ম। প্রযুক্তির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয়ে উঠেছে অবিচ্ছেদ্য।কিন্তু বদলায়নি জীবনকে আঁকড়ে থাকার ইচ্ছা।হয়তো তাঁর প্রতিদিন অন্য মানুষের মতো নয়। হয়তো তাঁকে আরও বেশি সতর্ক থাকতে হয়। হয়তো তাঁর প্রতিটি বাইরে বেরোনোর সঙ্গে থাকে প্রযুক্তির উপস্থিতি। তবু তিনিও দেখেছেন সকাল, দেখেছেন সন্ধ্যা, ঘরের দরজা পেরিয়েছেন, মানুষের কাছে ফিরেছেন।

জীবন আসলে এমনই।সে সবসময় নিখুঁত হয় না। কখনও শরীর তার নিজের নিয়মে সাড়া দেয় না। কখনও পরিচিত পথ বদলে যায়। কখনও বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে প্রযুক্তির হাত ধরতে হয়।কিন্তু যতক্ষণ সামনে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে ততক্ষণ গল্প শেষ হয়ে যায় না।সেলওয়া হুসেইনের গল্প তাই কোনও অলৌকিক কাহিনি নয়। এটি বিজ্ঞানের জয়গানও শুধু নয়। এটি মানুষের সঙ্গে প্রযুক্তির এক অদ্ভুত সহাবস্থানের গল্প।একজন মানুষ যার স্বাভাবিক হৃদপিণ্ড নেই।একটি কৃত্রিম হৃদপিণ্ড যা তার শরীরের প্রয়োজনীয় কাজ চালিয়ে যেতে সাহায্য করছে।একটি যন্ত্রের ব্যাগ, যা প্রতিদিন তাঁর সঙ্গে পথ হাঁটছে।আর তার মাঝখানে রয়েছে এক অদম্য জীবন।হয়তো তাঁর বুকের ভিতরে আগের মতো স্বাভাবিক হৃদস্পন্দন নেই। কিন্তু তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে অন্য এক স্পন্দন রয়েছে বেঁচে থাকার স্পন্দন।সেই স্পন্দনই সবচেয়ে সত্যি।কারণ কখনও কখনও হৃদয় শুধু বুকের ভিতরে থাকে না। হৃদয় থাকে মানুষের সাহসে, অপেক্ষায়, ভালোবাসায় এবং আবার উঠে দাঁড়ানোর ইচ্ছায়।সেলওয়ার হাতে থাকা ৬ থেকে ৭ কিলোগ্রামের ব্যাগ তাই নিছক একটি যন্ত্র নয়। সেটি এক অসম্ভব বাস্তবতার প্রতীক যেখানে বিজ্ঞান একটি মানুষকে নতুন করে জীবনকে আলিঙ্গন করার সুযোগ দিয়েছে।বুকের ভিতর নিজের হৃদয় নেই।তবু জীবন থামেনি।বরং প্রযুক্তিকে সঙ্গী করে সেই জীবন এগিয়ে চলেছে।হৃদয় কৃত্রিম হতে পারে কিন্তু বেঁচে থাকার ইচ্ছা কখনও কৃত্রিম হয় না।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 15-09-2026 21:56 Page 3

তোলাবাজি মামলায় কীর্তি আজাদকে রক্ষাকবচ হাইকোর্টের

নয়া জামানাঃ কলকাতা হাইকোর্টে স্বস্তি পেলেন তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ। আগামী ছয় মাস তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৌশিক চন্দের একক বেঞ্চ। তবে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর ভবানীভবনে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে। এরপর ফের ডাকা হলে অন্তত সাত দিন আগে সাংসদকে নোটিস পাঠাতে হবে বলেও আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে।বর্ধমান-দুর্গাপুরের সাংসদের বিরুদ্ধে ১৫ লক্ষ টাকা চাওয়ার অভিযোগে রানিগঞ্জ থানায় এফআইআর দায়ের হয়েছিল। অভিযোগ অনুযায়ী,

গত বছর ২১ মে দুর্গাপুরের একটি বাংলোয় এক ব্যবসায়ীকে ফোন করে ডেকে পাঠানো হয়। সেখানে গেলে কীর্তির এক সহযোগী তাঁর কাছে ১৫ লক্ষ টাকা দাবি করেন এবং টাকা না দিলে তাঁর রান্নার গ্যাসের ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

ওই ব্যবসায়ীর দাবি, গোটা ঘটনার অডিয়ো রেকর্ডিং তাঁর কাছে রয়েছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই কীর্তি এবং তাঁর কয়েকজন সহযোগীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়। মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে কীর্তির আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল করেন, তাঁর মক্কেল ২০২৫ সালে কয়লা মন্ত্রকে চিঠি লিখে আসানসোলে কয়লা পাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিলেন, আর তার পরেই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। এই যুক্তি শুনে বিচারপতি কৌশিক চন্দ পাল্টা প্রশ্ন করেন, তাহলে কি তিনি সৎ তৃণমূল নেতা? এরপর বিচারপতি রাজ্যের কাছে সংশ্লিষ্ট কথোপকথনের অডিয়ো ক্লিপ শুনতে চান এবং আদালতে সেই হুমকির অডিয়ো শোনেন। তবে তাতে সন্তুষ্ট হতে না পেরেও শেষ পর্যন্ত সাংসদ কীর্তি আজাদকে ছয় মাসের রক্ষাকবচ দেন বিচারপতি।

পুজোর পর বাড়ছে বাসভাড়া নতুন বাস নামছে রাস্তায়

নয়া জামানাঃ দুর্গাপুজোর পর রাজ্যে সরকারি ও বেসরকারি সব ধরনের বাসের ভাড়া বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সোমবার বেসরকারি বাসমালিক সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠকের পর পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং জানান, পুজোর আগে ভাড়াবৃদ্ধি নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হবে না, তবে পুজোর পর এ বিষয়ে আলোচনা হবে। তিনি বলেন, ২০১৮ সাল থেকে বাসভাড়া অপরিবর্তিত রয়েছে, তাই ভাড়া বাড়ানো উচিত। এই প্রসঙ্গে তিনি বাম আমলের সমালোচনাও করেন, অভিযোগ করেন যে সে সময় ভাড়া না বাড়ানোর ফলে রাস্তায় বাসের সংখ্যা কমে গিয়েছিল।উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে সর্বশেষ সরকারিভাবে ভাড়া বাড়িয়ে ন্যূনতম ভাড়া ৭ টাকা করা হয়েছিল। কোভিডকালে তা ১০ টাকা হলেও এ বিষয়ে কোনও সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি। এবার ভাড়া বাড়লে ন্যূনতম ভাড়া কত ধার্য হয়, তা নিয়ে কৌতূহল রয়েছে।বৈঠকে টোলপ্লাজায় অভিন্ন হারে টোল আদায়ের বিষয়েও সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ ব্যাপারে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে ছদিন সময় দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী জানান, ওড়িশার আদলে নিয়ম তৈরি হবে। এছাড়া মূল রাস্তায় টোটো চলাচল বন্ধ করার কথাও স্পষ্ট জানিয়ে দেন তিনি। বাসমালিকদের নাইট পার্কিং সমস্যারও সমাধান হয়েছে এবং বকেয়া ট্যাক্সের পেনাল্টি কিছুটা মকুবের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।পুজোর ভিড় সামাল দিতে আরও প্রায় তিনশো সরকারি বাস রাস্তায় নামানো হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। বৈঠকের ফলাফলে সন্তুষ্ট বিভিন্ন বাস মালিক সংগঠনের নেতৃত্বও।

আর.জি.কর কাণ্ডে ১৩তম রিপোর্ট প্রশ্ন তুলছেন নির্যাতিতার পরিবার

নয়া জামানাঃ আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের মামলায় মঙ্গলবার শিয়ালদহ আদালতে ১৩তম স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিল সিবিআই। নতুন তদন্তকারী দল এই রিপোর্ট পেশ করেছে। কেন্দ্রীয় সংস্থার আইনজীবী আদালতে জানান, বিভিন্ন নথি, সিসিটিভি ফুটেজ, মেডিক্যাল ও ফরেনসিক রিপোর্ট খতিয়ে দেখা হয়েছে। নির্যাতিতাকে যে শ্মশানে দাহ করা হয়েছিল, সেখানেও তদন্ত চালিয়েছে সিবিআইয়ের বিশেষ তদন্তকারী দল, এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত তথ্য রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। পরিবারের তোলা প্রশ্নগুলিও খতিয়ে দেখা হয়েছে বলে আইনজীবী জানান, তবে কিছু বিষয়ে তদন্ত এখনও চলছে।রিপোর্ট জমার পর নির্যাতিতার বাবা বলেন, তাঁরা এখনও পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন, তবে বর্তমান তদন্তকারী দল তাঁদের সঙ্গে কথা বলছে এবং কাজ করছে। তিনি দোষীদের দ্রুত শাস্তির দাবি জানান। মামলার পরবর্তী শুনানি ২০ নভেম্বর।নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে ফের প্রশ্ন তোলেন। তিনি অভিযোগ করেন, প্রকৃত অভিযুক্তদের একাংশ এখনও তদন্তের বাইরে রয়েছে, অথচ দুই বছর ধরে কেবল সঞ্জয় রায় ও আরও দুজনই গ্রেপ্তার হয়েছেন। কেস ডায়েরিতে এ সংক্রান্ত উল্লেখ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখার আর্জি জানান তিনি। সিবিআই জানিয়েছে, মামলার কেস ডায়েরি আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে।এদিকে নির্যাতিতার সহকর্মী চার চিকিৎসক সিবিআইকে জানান, ঘটনার রাতে তাঁরা পাঁচজনই চেস্ট ওপিডিতে নাইট ডিউটিতে ছিলেন এবং একসঙ্গে খাবার অর্ডার করে সেমিনার রুমের ডায়াসে বসে ডিনার করেছিলেন। পরে নির্যাতিতা সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েন, বাকিরা ভিন্ন স্থানে বিশ্রাম নেন। পরদিন সকালে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয়।

দুর্নীতির ডেরায় হানা ধৃত সুমিতকে নিয়ে কালীঘাটে পুলিশ

নয়া জামানাঃ তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধৃত আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে সঙ্গে নিয়ে কালীঘাটের বাড়িতে তল্লাশি চালাল পুলিশ।বিরাট দুর্নীতির পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে মঙ্গলবার এই অপারেশন চালান তদন্তকারীরা। এদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ সুমিতকে নিয়ে কালীঘাটে অভিষেকের বাড়িতে পৌঁছন তাঁরা। বাড়ি ঘিরে ধরে সুমিতকে নানা প্রশ্ন করা হয়। জেরায় সাংসদের আপ্তসহায়ক দাবি করেছিলেন, এই বাড়িতেই যাবতীয় টাকা লেনদেন হতো। মূলত সেই বিষয় নিয়েই তাঁকে প্রশ্ন করা হয়।জমি দুর্নীতি-সহ একাধিক অভিযোগে সিআইডি দীর্ঘদিন ধরে খুঁজছিল সুমিত রায়কে। প্রায় ন'থেকে দশবার সিআইডি তল্লাশির মুখে পড়তে হয় তাঁকে। এরপর চলতি মাসের ১০ তারিখ, অর্থাৎ সপ্তাহখানেক আগে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে সিআইডি ও এসটিএফের যৌথ হানায় গ্রেপ্তার হন সুমিত। শালবনির জমি দুর্নীতি মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করার পর নিজেদের হেফাজতে নেয় তদন্তকারী সংস্থা। অভিষেকের বিরুদ্ধে ওঠা বহু বেআইনি কাজের অভিযোগের প্রতিটির সঙ্গে সুমিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে কাঠগড়ায় তোলা হয় তাঁকে। এরপর দফায় দফায় জেরায় একাধিক বিস্ফোরক তথ্য হাতে আসে তদন্তকারীদের।পুলিশের দাবি, জেরায় সুমিত জানিয়েছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি খুঁটিনাটি তাঁর জানা এবং কীভাবে সব চলত, তা তিনি স্বীকার করবেন। সুমিতের আরও দাবি, কালীঘাটের ওই বাড়িতেই যাবতীয় আর্থিক লেনদেন হতো। এরপরই মঙ্গলবার তাঁকে সঙ্গে নিয়ে কালীঘাটের বাড়িতে যান তদন্তকারীরা, বিশাল কেলেঙ্কারির পুনর্নির্মাণের উদ্দেশে। বাড়ির প্রতিটি কোণে কোণে সুমিতকে নিয়ে গিয়ে জেরা করা হয় বলে খবর। তদন্তকারীদের আশা, এই অভিযানে বেশ কিছু নতুন সূত্র মিলবে, যা গুরুত্বপূর্ণ এই মামলার জাল দ্রুত গোটাতে সাহায্য করবে।

বারুইপুর এনকাউন্টার কাণ্ডে নথি-সিসিটিভি সংরক্ষণের নির্দেশ

নয়া জামানাঃ বারুইপুর এনকাউন্টার কাণ্ডে সংশ্লিষ্ট সব নথি, তথ্য এবং সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানিতে জানা যায়, ঘটনায় বারুইপুর পুলিশ সুপারের রিপোর্ট মামলাকারীদের হাতে তুলে দেওয়া নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে রাজ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে আদালত নির্দেশ দিয়েছে, এনকাউন্টার সংক্রান্ত রিপোর্ট হলফনামা আকারে জমা দিতে হবে রাজ্যকে, আগামী ১০ দিনের মধ্যে। রাজ্যের হলফনামা হাতে পাওয়ার পর তার জবাব দেওয়ার সুযোগও মামলাকারীদের দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। এদিন রাজ্যের তরফে আদালতে জানানো হয়, ঘটনার সমস্ত তথ্যপ্রমাণ ইতিমধ্যেই সংরক্ষণ করা হয়েছে। আগামী তিন সপ্তাহ পর মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।উল্লেখ্য, গত জুলাই মাসে বারুইপুরের সূর্যপুর এলাকা থেকে এক নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে যায়। পরে এলাকারই একটি পুকুর থেকে বস্তাবন্দি অবস্থায় তার দেহ উদ্ধার হয়।নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ওঠায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা বারুইপুর। এই ঘটনায় পুলিশ প্রভাস মণ্ডল, দিবাকর সর্দার, আনন্দ সর্দার এবং কবীর মোল্লাকে গ্রেফতার করে। প্রথমে ধরা পড়েন প্রভাস, যিনি নাবালিকার দেহ কোথায় ফেলা হয়েছিল তা দেখিয়ে দেন। পরে গ্রেফতার হন কবীর।গত ৭ জুলাই রাতে প্রভাসকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণে বেরিয়েছিল পুলিশ। পুলিশের দাবি, সেই সময় অস্ত্র ছিনতাই করে পালানোর চেষ্টা করেন প্রভাস এবং গুলিও চালান। আত্মরক্ষায় বারুইপুর থানার পিসি ইনচার্জ অর্ঘ্য মণ্ডল সার্ভিস রিভলভার দিয়ে পাল্টা গুলি চালান বলে পুলিশের বক্তব্য। এই এনকাউন্টার নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় তদন্তভার দেওয়া হয় রাজ্য পুলিশের সিআইডি-কে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 15-09-2026 21:56 Page 4

সম্পাদকীয়

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। মঙ্গলবার

ব্রিটেনের ঘরে ভাঙনের ঢাক

ইউনাইটেড কিংডম-নামেই কি এবার সবচেয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন? যে ব্রিটেন একসময় বিশ্বের মানচিত্রে নিজের প্রভাবের দাগ টেনেছিল সেই ব্রিটেনের নিজের ঘরেই এখন উঠছে বিচ্ছেদের আওয়াজ। স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের নেতারা স্বাধীনতার প্রশ্নে গণভোটের দাবি তুলে যৌথ ঘোষণাপত্রের পথে হাঁটছেন।এটিকে নিছক রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির কৌশল বলে উড়িয়ে দিলে ভুল হবে। এর মধ্যে রয়েছে ব্রিটিশ রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিতরে জমে থাকা অসন্তোষের স্পষ্ট ইঙ্গিত।কার্ডিফে তিন স্বশাসিত রাষ্ট্রের নেতাদের বৈঠক এবং নিজেদের সাংবিধানিক ভবিষ্যৎ নিজেরাই নির্ধারণের দাবি ওয়েস্টমিনস্টারের জন্য বড় অস্বস্তি।এতদিন কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা হয়েছে এবার সেটিই প্রশ্নের মুখে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ এটি কোনও একটি অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন দাবি নয়।তিনটি রাষ্ট্র একই সময়ে বলছে,নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার তাদের নিজেদের।এখানেই লুকিয়ে আছে আসল রাজনৈতিক বিস্ফোরণ।স্বাধীনতার গণভোট মানেই স্বাধীনতা নয়।কিন্তু গণভোটের দাবি একবার জনসমক্ষে শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রশ্ন হয়ে উঠলে তাকে আর সহজে চেপে রাখা যায় না। ওয়েস্টমিনস্টার দাবি প্রত্যাখ্যান করলে আঞ্চলিক ক্ষোভ বাড়তে পারে।আবার আলোচনায় বসলে স্বাধীনতাপন্থী শক্তির রাজনৈতিক গুরুত্ব আরও বাড়বে।অর্থাৎ লন্ডনের সামনে এখন দুই পথই কঠিন।স্কটল্যান্ডে স্বাধীনতার প্রশ্ন বহুদিনের। ওয়েলসেও জাতীয় পরিচয় ও রাজনৈতিক অধিকারের দাবি জোরালো হয়েছে। উত্তর আয়ারল্যান্ডের পরিস্থিতি আরও স্পর্শকাতর ইতিহাস,পরিচয়, জাতীয়তাবাদ এবং আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে সম্পর্ক সেখানে গভীরভাবে জড়িয়ে। ফলে তিন অঞ্চলের নেতাদের একসঙ্গে সাংবিধানিক ভবিষ্যৎ নিয়ে সরব হওয়া ব্রিটিশ রাজনীতিতে নিছক আরেকটি বিতর্ক নয়।প্রশ্ন তাই সরাসরি ব্রিটেন কি সত্যিই ঐক্যবদ্ধ? নাকি 'যুক্তরাজ্য'-এর চকচকে মোড়কের নিচে বহুদিন ধরে জমছে বিচ্ছেদের ক্ষত?সরকার যদি মনে করে লন্ডন থেকেই সব সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া যাবে তাহলে ভুল করবে।রাষ্ট্র শুধু প্রশাসনিক কাঠামো নয়।

মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, পরিচয় এবং রাজনৈতিক মর্যাদাও রাষ্ট্রের ভিত তৈরি করে। সেই ভিতের কোনও অংশে দীর্ঘদিন ফাটল থাকলে একদিন তার প্রভাব গোটা কাঠামোয় পড়বেই।এখানে ব্রিটেনের সামনে আরও একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন।যে দেশ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও জনগণের অধিকারের কথা বলেছে সেই দেশেরই অভ্যন্তরে যখন জনগোষ্ঠীগুলি নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার চাইছে তখন লন্ডনের অবস্থান কী হবে? আত্মনিয়ন্ত্রণ কি সত্যিই সর্বজনীন অধিকার, নাকি ক্ষমতার সুবিধা অনুযায়ী তার সংজ্ঞা বদলে যায়?অবশ্য স্বাধীনতা মানেই ফুলের বিছানা নয়।

কেতকী কুশারী ডাইসনের ভাবনা বিশ্ব

সুনীল মাইতি

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক

বাঙালি বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ইতিহাসে কেতকী কুশারী ডাইসন এমন এক নাম; যিনি কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানা বা প্রথাগত ধারণার ছাঁচে বন্দি নন। একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, অনুবাদক, গবেষক, প্রাবন্ধিক- তাঁর সৃষ্টিশীলতার ক্যানভাস বিস্তৃত মহাদেশ থেকে মহাদেশে। তবে তাঁর সমস্ত সারস্বত সাধনার গভীরে যে বিষয়টি অনুচ্ছল স্রোতের মতো প্রবাহিত; তা হলো 'মৃত্যু' এবং মানব জীবনের ভঙ্গুরতাকে দেখার এক অনন্য ও ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গি। মৃত্যুর প্রথাগত রহস্যময়তা বা শোকের আদিম ব্যাকরণকে ছাপিয়ে তিনি মৃত্যুকে চিনেছেন অস্তিত্বের স্বাভাবিক এবং অনিবার্য পরিণতি হিসেবে আবার একই সাথে তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন জীবনের বহুমুখী সৃজনশীলতা দিয়ে। সাধারণত বাংলা সাহিত্যের মৃত্যুকে ঘিরে এক ধরনের আবেগীয় আচ্ছন্নতা আধ্যাত্মিক পরা বাস্তবতার প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু কেতকির ক্ষেত্রে এই ভাবনা সম্পূর্ণ আলাদা। অক্সফোর্ডের যুক্তিবাদী জ্ঞান চর্চা এবং পাশ্চাত্য বিশ্লেষণাত্মক দর্শনের সাথে তার বঙ্গীয় মানসিকতার যে যুগলবন্দী ঘটেছিল তা মৃত্যুকে দেখার ক্ষেত্রেও তাঁকে এক নির্মোহ ও স্পষ্টবক্তা করে তোলে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শোকসন্তপ্ত হওয়াটাই মানুষের একমাত্র ব্যাকরণ নয় বরং মৃত্যুকে বুঝে জীবনের প্রতি মমতায় গা ভাসানোই হলো তাঁর মৌলিক দর্শন। কেতকির রচনায় মৃত্যুর ভাবনা শুধু কোনো কাল্পনিক বা দার্শনিক বিমূর্ত বিষয় নয় তা অত্যন্ত সামাজিক ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সমন্বয়।তাঁর আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'ঝরাপাতার রোদ'-এ তিনি জীবন এবং ক্ষয়িষ্ণুতার যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা কোনো বিষাদগাথা নয় বরং কাল প্রবাহের সত্যিকারে স্বীকারোক্তি।সেখানে মৃত্যু কেবল অস্তিত্বের অবসান নয়, তা হলো সময়ের সাথে সত্তার অভিযোজন।তিনি দেখিয়েছেন মৃত্যু আসলে স্মৃতির একটি ভিন্ন রূপ মানুষ তার সৃষ্টি, চিন্তাভাবনা এবং উত্তরসূরির অনুভূতির মধ্য দিয়েই মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমরত্ব লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ জীবনের অসুস্থতা,মৃত্যুভাবনা এবং চিত্রকলার বিবর্তন নিয়ে তাঁর কালজয়ী গবেষণা 'ইন ইউর ব্লোসমিঙ গ্রিন' এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকেম্পোর খোঁজ'- এ মৃত্যুর এক ভিন্ন মাত্রা ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের রচনায় মৃত্যুকে যেভাবে গভীর প্রশান্তি এবং মহাজাগতিক রূপান্তরের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়েছে কেতকী অত্যন্ত নিপুনভাবে তাঁর মনস্তাত্ত্বিক রূপরেখা বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতা ও মৃত্যুর বিশ্বজনীন রূপকে তিনি এমন এক পাশ্চাত্য প্রাচ্যের আলোয় উন্মোচিত করেছেন যা বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে বিরল। কবি কিভাবে শারীরিক যন্ত্রণা ও মৃত্যুর ছায়াকে পেছনে ফেলে ক্যানভাসজুড়ে রঙের উদ্ভাস ঘটিয়েছিলেন কেতকী তা কেবল তথ্য দিয়ে নয় বরং এক সুগভীর অনুভূতির আলোয় ব্যাখ্যা করেছেন। কেতকী কুশারী ডাইসনের মৃত্যুভাবনার সবচেয়ে অজানা এবং ব্যতিক্রমী দিকটি প্রকাশ পায় তাঁর আত্মপরিচয় ও দ্বিতীয় বাসভূমির অভিঘাতে। প্রবাসের জীব দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের অবস্থান চিহ্নিত করা, এই দ্বি-সাংস্কৃতিক বাঙ্ময় স্তবতায় মৃত্যুভাবনা রূপ নেয় স্বভূমির হারানোর বেদনায়। প্রবাসে থাকার ফলে নিজের পরিচিত জগৎ শৈশব এবং শিকড় থেকে এক ধরনের দূরত্বের তৈরি হয় যাকে বলা যায় এক ধরনের 'সাংস্কৃতিক মৃত্যু' কেতুকী তাঁর প্রবন্ধে ও কবিতায় এই আত্মিক বিচ্ছিন্নতা বা আত্ম- বিচ্ছেদের বিমূর্ত মৃত্যুকে ফুটিয়ে তুলেছেন এক গভীর জীবনমুখী সুরের মাধ্যমে। তাঁর কাছে কোনো সাংস্কৃতিক পরিচয় যখন বিলুপ্ত হতে বসে সেও এক ধরনের মৃত্যু। কিন্তু তিনি পরাজয় স্বীকার করেননি দুটি ভিন্ন জগতকে এক সুতোয় বেঁধে জীবনকে জয়ী করেছেন। তাঁর জীবনের শেষভাগে রোগ শারীরিক অক্ষমতা ও মৃত্যুর পদধ্বনি যখন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তখনও তাঁর ভাবনায় স্থান পেয়েছিল এক অদম্য জীবনতৃষ্ণা। মৃত্যুচিন্তা তাকে থেকে কোনোদিন হতাশাগ্রস্ত করেনি বরং বর্তমানের প্রতিটি মুহূর্তকে নিবিড়ভাবে যাপন করার তাগিদ দিয়েছে। তাঁর মতে মৃত্যু যদি একটি ছেদবিন্দু হয় তবে জীবন হলো সেই মহাকাব্য যা ওই ছেদচিহ্নের আগেই নিজের সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে চায়। তিনি বিশ্বাস করেন মৃত্যুকে অস্বীকার করা যেমন মূর্খতা তেমনই মৃত্যুর ভয়ে জীবন থেকে গুটিয়ে নেওয়াটাও এক ধরনের আত্মহত্যা। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে কেতুকী কুশারি ডাইসনের অবদান এখানেই অনন্য। তিনি মৃত্যুকে কোনো অলৌকিক আবরণে না ঢেকে তার বাস্তব দৈহিক এবং আত্মিক রূপকে নগ্নভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। অথচ সেই অনাবৃত সত্যের ভেতরেও খুঁজে পেয়েছেন সৌন্দর্যের সন্ধান।কবি, সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি আমাদের শিখিয়েছেন- মৃত্যু কোনো পরাজয় নয়, এটি জীবনেরই শেষ অধ্যায়। আর সেই অধ্যায়কে শান্ত প্রজ্ঞাবান ও যুক্তিবাদী চোখে গ্রহণ করার মাধ্যমেই মানুষের চেতনার আসল উত্তরণ ঘটে। কেতকীর চিন্তাবিশ্ব আমাদের মনে করিয়ে দেয় জীবনে চরম সত্য মৃত্যুর সীমানার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় না বরং মানুষের চিন্তার আলোকরেখা তাকে ছাপিয়ে অসীমে বিস্তৃত হতে পারে।

বাঙালি বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ইতিহাসে কেতকী কুশারী ডাইসন এমন এক নাম; যিনি কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানা বা প্রথাগত ধারণার ছাঁচে বন্দি নন। একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, অনুবাদক, গবেষক, প্রাবন্ধিক- তাঁর সৃষ্টিশীলতার ক্যানভাস বিস্তৃত মহাদেশ থেকে মহাদেশে। তবে তাঁর সমস্ত সারস্বত সাধনার গভীরে যে বিষয়টি অনুচ্ছল স্রোতের মতো প্রবাহিত; তা হলো 'মৃত্যু' এবং মানব জীবনের ভঙ্গুরতাকে দেখার এক অনন্য ও ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গি। মৃত্যুর প্রথাগত রহস্যময়তা বা শোকের আদিম ব্যাকরণকে ছাপিয়ে তিনি মৃত্যুকে চিনেছেন অস্তিত্বের স্বাভাবিক এবং অনিবার্য পরিণতি হিসেবে আবার একই সাথে তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন জীবনের বহুমুখী সৃজনশীলতা দিয়ে। সাধারণত বাংলা সাহিত্যের মৃত্যুকে ঘিরে এক ধরনের আবেগীয় আচ্ছন্নতা আধ্যাত্মিক পরা বাস্তবতার প্রাধান্য দেখা যায়।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 15-09-2026 21:56 Page 5

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের পদক্ষেপে বদলে যাচ্ছে দুই দিনাজপুরের রেল মানচিত্র

শুভজিৎ দাস, নয়া জামানা, রায়গঞ্জ ঃ দুর্গোৎসবের আগেই উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বাসিন্দাদের জন্য এল বহুপ্রতীক্ষিত সুখবর। দুই জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব আনতে ৫টি নতুন রেলপথ প্রকল্পের জন্য গেজেট নোটিফিকেশন জারি করল কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রক। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মালিগাঁও দপ্তর থেকে বিজ্ঞপ্তিটি গত ১৭ই আগস্ট প্রকাশিত হলেও, সম্প্রতি রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক চন্দ্র পাল তা সর্বসমক্ষে আনেন। নতুন অনুমোদন পাওয়া এই ৫টি রেলপথ হল; বুনিয়াদপুর-কালিয়াগঞ্জ, গাজোল-ইটাহার, ইটাহার-রায়গঞ্জ, ইটাহার-বুনিয়াদপুর এবং ডালখোলা-রায়গঞ্জ। এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার, ডালখোলা, বুনিয়াদপুর ও গাজোলের মতো গুরুত্বপূর্ণ

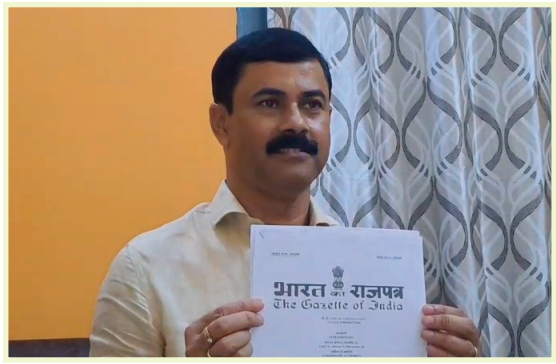

শহরগুলি সরাসরি রেলসূত্রে জুড়ে যাবে। দীর্ঘদিনের দাবিপূরণের ফলে সীমান্ত ঘেরা এই অঞ্চলে যাতায়াত যেমন সহজ হবে, তেমনই গতি আসবে স্থানীয় অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে।বিজ্ঞপ্তি প্রকাশকে কেন্দ্র করে উচ্ছ্বসিত সাংসদ কার্তিক চন্দ্র পাল কেন্দ্র ও রেলমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি স্পষ্ট করেন, এই গেজেট নোটিফিকেশনের ফলে জমি অধিগ্রহণের আইনি জটিলতা কেটে প্রকল্পগুলির নির্মাণকাজ দ্রুত শুরু হওয়ার পথ সুগম হলো। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা এই দাবি অবশেষে পূরণের মুখ দেখায় পুজো শুরুর আগেই নতুন আশার আলো দেখছেন দুই দিনাজপুরের সাধারণ মানুষ।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পচা খাবার ও দুর্নীতির অভিযোগ, ইন্দপুরে সারপ্রাইজ ভিজিটে বিজেপি বিধায়ক

রাখি গরাই, নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ সারপ্রাইজ ভিজিটে বিজেপি বিধায়ক। মঙ্গলবার বাঁকুড়ার ইন্দপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চরম অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে সরব হলেন ছাতনার বিজেপি বিধায়ক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। এদিন হঠাৎই হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে একগুচ্ছ বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন তিনি। বিধায়কের দাবি, হাসপাতালের রান্নাঘরে মেয়াদউত্তীর্ণ ও পোকা ধরা মশলা ব্যবহার করে রোগীদের খাবার তৈরি করা হচ্ছে। পাশাপাশি ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া ও জ্বরের রোগীদের একই ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।পরিদর্শনের পর আর্থিক অনিয়মের দিকেও আঙুল তোলেন বিধায়ক। তিনি জানান, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রের কর্মীদের দিনে মাত্র ১২০ থেকে ২৪০ টাকা দেওয়া হলেও টিফিন বাবদ ১৫০০ টাকার ভুয়ো বিল তোলা হচ্ছে। এমনকি যেই ভেন্ডরের নামে এই বিল হচ্ছে,

তার কোনো খাবারের দোকানই নেই। এছাড়া হাসপাতালের গোডাউনে প্রচুর মেয়াদউত্তীর্ণ ওষুধ মজুত রাখা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।বিতর্কের সলতে পাকায় বিধায়কের প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়েও।

সত্যনারায়ণবাবুর দাবি, ২০২১ সাল থেকে তাঁর রোগী কল্যাণ সমিতির সভাপতি হওয়ার কথা থাকলেও বিএমওএইচ তাঁকে কোনো মিটিংয়ে ডাকেন না। এ বিষয়ে সিএমওএইচ-কে জানালে তিনি নিজের অপারগতা প্রকাশ করেন। বিধায়কের অভিযোগ, বিএমওএইচ তৃণমূল নেতাদের ভেন্ডর বানিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এই দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। তাই শুধু বদলি নয়, সংশ্লিষ্ট বিএমওএইচ-এর সরাসরি সাসপেনশনের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এই পুরো বিষয়ে তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীকে লিখিতভাবে জানাবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

বঞ্চনার মেঘ কাটিয়ে ছিপ্রা খড়িয়া বন-বস্তিতে আশার আলো, দুয়ারে বনমন্ত্রী

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ পূর্বতন সরকারের আমল থেকে উন্নয়ন ও মৌলিক সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত আলিপুরদুয়ার জেলার ছিপ্রা খড়িয়া বন-বস্তিবাসীদের পাশে দাঁড়াল রাজ্য প্রশাসন। এলাকা পরিদর্শন করে স্থানীয় অধিবাসীদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ও অভাব-অভিযোগের কথা সরাসরি শুনলেন রাজ্যের বন ও পরিবেশ মন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাওঁ। পরিদর্শনকালে তিনি বস্তিবাসীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের দৈনন্দিন সমস্যা ও বিভিন্ন দাবির তালিকা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন। স্থানীয়দের বক্তব্য, বিগত সরকারের

আমলে এই বন-বস্তি বাসী সরকারি আলো দেখতে পাননি। কিন্তু আর বঞ্চনা নয়; সমাজের শেষ প্রান্তের মানুষের কাছেও ডাবল ইঞ্জিন সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুফল পৌঁছে দিতে বর্তমান প্রশাসন সম্পূর্ণ বদ্ধপরিকর। বনমন্ত্রীর এই সশরীরে উপস্থিতি ও সরাসরি আশ্বাসে দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ছিপ্রা খড়িয়ার বাসিন্দাদের মনে অবশেষে নতুন করে আশার আলো সঞ্চারিত হয়েছে।

উদাসীনতার কারণে পানীয় জল, স্বাস্থ্য ও নানা জনকল্যাণমূলক প্রকল্প থেকে তাঁরা দীর্ঘদিন পুরোপুরি বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করে মন্ত্রী জানান, প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করাই প্রশাসনের মূল লক্ষ্য। তিনি স্পষ্ট জানান, বিগত

নিয়মের বেড়াজালে ৩০ বছর থেকে বন্ধ মালদা রেল হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক

মানস দাস ।। নয়া জামানা ।। মালদা

উদ্বোধন হয়েছিল জাঁকজমক করে।উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী এবিএ গণি খান চৌধুরী।কিন্তু উদ্বোধনের পরই যেন থেমে যায় সবকিছু। বছরের পর বছর কেটে আজ ৪৩ বছর।কিন্তু এখনও তালাবন্ধ মালদা রেলওয়ে হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক।১৯৮৩ সালে মালদায় ছিল মাত্র দুটি ব্লাড ব্যাংক জেলা হাসপাতাল এবং রেল হাসপাতাল।তখন রক্তের জোগানে বড় সমস্যা ছিল না।সেই সময় মালদা রেল হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক খোলা ছিল কিন্তু নিয়মের জটিলতায় একসময় বন্ধ হয়ে যায় রেল হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক। এরপর দীর্ঘ তিন দশক ধরে আর খোলেনি সেই দরজা।

অথচ বর্তমানে মালদায় রক্তের চাহিদা যথেষ্ট বেশি।২০২৫ সালের তথ্য অনুযায়ী, জেলায় বছরে প্রয়োজন প্রায় ৪২ হাজার ইউনিট রক্ত।সেখানে মজুত ছিল মাত্র ১২ হাজার ৮৯১ ইউনিট।অর্থাৎ ঘাটতি প্রায় ২৯ হাজার ইউনিট।গত বছর ২৮৭টি রক্তদান শিবির থেকে সংগ্রহ হয়েছে ১২ হাজার ৯১ ইউনিট রক্ত।কলকাতা থেকেও আনা হয়েছে প্রায় ৮০০ ইউনিট।এই পরিস্থিতিতে ফের আশার আলো দেখাচ্ছে রেল হাসপাতাল। নতুন করে ব্লাড ব্যাংক চালুর উদ্যোগ নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।ইতিমধ্যেই মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেওয়া

হয়েছে।মালদারেল হাসপাতালের সিএমএস ডা.অনুপা ঘোষের দাবি, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে দ্বিতীয় ব্লাড ব্যাংক চালুর নিয়মের কারণেই এতদিন সমস্যা হয়েছে।বিষয়টি নিয়ে উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুও দ্রুত ব্লাড ব্যাংক চালুর দাবি জানিয়েছেন।তাঁর বক্তব্য, মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।এবিষয়ে মালদা জেলা রক্ত আন্দোলনের অন্যতম মুখ অনিল কুমার সাহা জানান,অবিলম্বে রেল হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক খোলা প্রয়োজন।কারণ এর ফলে উপকৃত হবে মালদার মানুষ। ৩০ বছরের অপেক্ষার পর এবার কি সত্যিই খুলবে রেলের ব্লাড ব্যাংকের দরজা?তারই উত্তর খুঁজছে মালদা।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 15-09-2026 21:56 Page 6

ভূতনিতে বন্যার জল

১০ হাজার পরিবারের পাশে মানবতার হাত

নয়া জামানা,মালদা ঃ চারদিকে জল।জলমগ্ন ঘরবাড়ি। কোথাও আশ্রয়ের সংকট, কোথাও খাবারের।ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত ভূতনির বানভাসি মানুষের পাশে এবার মানবিকতার হাত বাড়িয়ে দিল জি.ডি. চ্যারিটেবল সোসাইটি। প্রায় ১০ হাজার বন্যাকবলিত পরিবারের হাতে খাবার ও ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সংস্থার পক্ষ থেকে।পতাকা ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেডের কর্ণধার মোস্তাক হোসেনের সহযোগিতায় এই ত্রাণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গত পরিবারের হাতে খাবারের পাশাপাশি তুলে দেওয়া হয় ত্রিপল ও কম্বল। বন্যার জেরে বাড়িঘর জলমগ্ন হয়ে পড়ায় বহু পরিবার চরম সমস্যার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁদের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই সরাসরি দুর্গত এলাকায় পৌঁছে ত্রাণ বিলি করা হয়।ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মোথাবাড়ির বিধায়ক নজরুল ইসলাম, মানিকচকের বিধায়ক গৌড় চন্দ্র মণ্ডল এবং শ্যামপুর জামা মসজিদের ইমাম তারিক আনোয়ার।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আব্দুল লতিফ ও আব্দুল মালেক।কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোথাবাড়ির বিধায়ক নজরুল ইসলাম বলেন,মানুষের বিপদের সময়ে তাঁদের পাশে থাকা প্রয়োজন।ভূতনির মানুষের বর্তমান দুর্দশার কথা উল্লেখ করে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন।তাঁর কথায়, প্রায় ১০ হাজার মানুষের হাতে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।বন্যার জলে যখন স্বাভাবিক জীবন বিপর্যস্ত তখন খাবার ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর এই উদ্যোগে উঠে এসেছে মানবিকতার ছবি।দুর্যোগের সময়ে অসহায় মানুষের পাশে আরও বেশি সাহায্যের হাত পৌঁছে দেওয়ার বার্তাও দেওয়া হয়েছে এই কর্মসূচি থেকে।

জর্দা নদীর কোপে ভাঙছে খাগড়াবাড়ির পাকা সড়ক, তীব্র আশঙ্কায় ময়নাগুড়িবাসী

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ জর্দা নদীর কোপে ভাঙছে খাগড়াবাড়ির পাকা সড়ক। ময়নাগুড়ি ব্লকের খাগড়াবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতিরবাড়ি এলাকায় জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ পাকা রাস্তা চরম বিপদের মুখে পড়েছে। জর্দা নদীর লাগাতার ভাঙনে রাস্তার একাধিক অংশ ধসে গিয়ে মাটি নদীগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। ফলে যে কোনো মুহূর্তে পুরো রাস্তাটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ময়নাগুড়ি থেকে জল্পেশ ও সাপ্টিবাড়ি সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম এই সড়ক। প্রতিদিন হাজার হাজার সাধারণ মানুষ, টোটো এবং বিভিন্ন যানবাহন এই বিপজ্জনক পথ দিয়েই যাতায়াত করে। ইতিমধ্যেই হাতিরবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার

দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ মারাত্মকভাবে ধসে গেছে। এর ফলে ধসের পরিধি যেমন বাড়ছে, তেমনই দুর্ঘটনাসংক্রান্ত ঝুঁকিও দিন দিন মারাত্মক রূপ নিচ্ছে। দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচতে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী দ্রুত রাস্তাটি পরিদর্শন করে স্থায়ী মেরামতের জোরালো দাবি জানিয়েছেন। খাগড়াবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মঞ্জু অধিকারী জানান যে সমস্যাটি তাঁদের নজরে রয়েছে। রাস্তাটি জেলা পরিষদের অধীনস্থ হলেও আগে পঞ্চায়েতের উদ্যোগে কিছু সংস্কার করা হয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্লক প্রশাসন ও জেলা পরিষদকে জরুরি ভিত্তিতে জানানো হচ্ছে।

ময়নাগুড়িতে পিআই নেটওয়ার্ক-এর বিশেষ মিলনমেলা, ৩১৪,১৫৯ ডলার মূল্যের দাবিতে তোলপাড়

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ পিআই নেটওয়ার্ক-এর বিশেষ মিলনমেলা। এদিন জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি নতুন বাজার জেলা পরিষদের ডাকবাংলাতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল টিআই নেটওয়ার্ক-এর এক বিশেষ মিলনমেলা ও সাংগঠনিক কর্মসূচি। রবিবার আয়োজিত এই কর্মসূচিতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ছাড়াও প্রতিবেশী রাজ্য আসাম, ত্রিপুরা এবং প্রতিবেশী দেশ নেপাল থেকে বহু সদস্য ও প্রতিনিধি অংশ নেন। অনুষ্ঠানে আগত নদিয়া জেলার বাসিন্দা দোলনকান্দি টিকাদার জানান, সদস্য ও প্রতিনিধিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করা এবং মতবিনিময় করাই ছিল এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য। সভায় ক্ষুদ্র্যা ফার্স্ট স্টেবল ডিজিটাল গ্লোবাল কারেন্সিক্ষু ধারণাকে সামনে রেখে পিআই নেটওয়ার্ক-এর তথাকথিত গ্লোবাল কনসেনসাস ভ্যালু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সম্মেলনে

অংশগ্রহণকারীরা ভবিষ্যতে প্রতি পিআই-এর মূল্য ৩১৪,১৫৯ মার্কিন ডলার নির্ধারণের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার রূপরেখা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানস্থলে কেবল আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে পিআই কারেন্সি ব্যবহার করে খাবারদাবার ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী কেনাবেচা বা বিনিময়ের একটি বাস্তব প্রদর্শনও করা হয়। ইন্ডিয়ান জিসিভি গ্লোবালির মিস্টার রাজকুমার শর্মা এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল মার্চেন্ট এডুকেটর মিস্টার শুভাশিস মন্ডলের উপস্থিতিতে সকাল থেকেই এই কর্মসূচিকে ঘিরে সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। তবে আয়োজকদের এই ৩১৪,১৫৯ ডলারের দাবি এবং জিসিভি সংক্রান্ত ধারণাটি সম্পূর্ণভাবে সদস্যদের ব্যক্তিগত মতামত, এটিকে মূলধারার নিশ্চিত বাজারমূল্য বা কোনো আর্থিক পূর্বাভাস হিসেবে বিবেচনা না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জে বাল্যবিবাহ রোধে পুলিশ ও প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ

সাজাহান আলি, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুরঃ বিশ্বজুড়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক উদ্যোগ এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তার পর দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ ব্লকে অনুষ্ঠিত হল প্রশাসনিক সমন্বয় বৈঠক। মঙ্গলবার ব্লকের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই বৈঠকে বিডিও শুভঙ্কর সাহা, আইসি আশিস কুন্ডু, বিএসএফ কর্মকর্তা, শিক্ষক, স্বাস্থ্যকর্মী, ইমাম ও পুরোহিতসহ বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।বৈঠকে বাল্যবিবাহ রোধের পাশাপাশি শিশু পাচার বন্ধ এবং অল্প বয়সে গর্ভধারণের ক্ষতিকর দিক নিয়ে আলোচনা হয়। বিডিও প্রতিটি বাড়িতে ও ধর্মীয় স্থানে সচেতনতা বাড়াতে স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং

স্থানীয়দের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

তিনি স্পষ্ট জানান, খবর পেলে দ্রুত পদক্ষেপ করে বাল্যবিবাহ আটকানো সম্ভব।আইসি আশিস কুন্ডু সতর্ক করে বলেন, আইন অমান্য করে বাল্যবিবাহ দিলে পাত্র-পাত্রী, অভিভাবক, কাজী, পুরোহিত ও ঘটকদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে গ্রেফতার করা হবে। জরুরি প্রয়োজনে তিনি ১১২ নম্বরে যোগাযোগের পরামর্শ দেন। যৌথ প্রচেষ্টাতেই এই সামাজিক ব্যাধি দূর করা সম্ভব বলে বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে মত প্রকাশ করা হয়।

শহরায়ন ঠেকিয়ে পরিবেশ রক্ষার তাগিদ, টুকরিয়াঝাড়ে হাজার চারা রোপণ বনদপ্তরের

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ দ্রুত নগরায়নের ফলে নির্বিচারে গাছ কাটার আবহেই বনসৃজনের বিশেষ উদ্যোগ নিল বনদপ্তর। সিকিম পাওয়ার ট্রান্সমিশন লিমিটেড এবং কার্শিয়াং ফরেস্ট ডিভিশনের যৌথ প্রচেষ্টায় খড়িবাড়ির টুকরিয়াঝাড় রেঞ্জের মনসাজোত সংলগ্ন বনবিভাগের জমিতে সম্প্রতি এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘদিন ফাঁকা অবস্থায় পড়ে থাকায় জমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছিল, তাই প্রায় ০.৭৫ একর জমিতে ১, ০০০-এরও বেশি নতুন চারা গাছ রোপণ করা হয়েছে।অনুষ্ঠানে কার্শিয়াং ফরেস্ট ডিভিশনের

ডিএফও দেবেশ পাণ্ডে জানান, বনাঞ্চল বৃদ্ধি এবং বন্যপ্রাণীদের বাসযোগ্য স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনাই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। সিকিম পাওয়ার ট্রান্সমিশন লিমিটেডের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার আয়াপ্পা উল্লেখ করেন, সিকিমের মঙ্গন থেকে কিষাণগঞ্জ পর্যন্ত ২১৫ কিলোমিটার বিদ্যুৎ পরিবহণ লাইনে প্রচুর বন ও নদী অতিক্রম করতে হয়। সেই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজার রাখতেই এই উদ্যোগ। বনদপ্তরের আধিকারিক দেব উপস্থিতিতে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে গাছগুলির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনেও এমন পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 15-09-2026 21:56 Page 7

ব্রিকসে বলিউডে মজলেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী

নয়া জামানা ঃ ব্রিকস সম্মেলন ২০২৬ শেষে দেশে ফিরলেও বলিউডের জাদুতে মজে রয়েছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। রবিবার শীর্ষ সম্মেলন শেষে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা নিজ নিজ দেশে ফিরেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সহ অনেকেই ব্রিকস নিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন। তবে আনোয়ার ইব্রাহিমের মতো বলিউডি ধামাকা দেখাতে পারেননি কেউই, ফলে তাঁর ইনস্টাগ্রাম নিয়ে রীতিমতো চর্চা চলছে।ভারত মণ্ডপমে মোদি স্বয়ং প্রত্যেক রাষ্ট্রপ্রধানকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। সেই ভিডিও পোস্ট করে আনোয়ার ব্যবহার করেছেন দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে ছবির তুঝে দেখা তো ইয়ে জানা সনম গান। মোদির সঙ্গে আরেকটি ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডে রয়েছে দিল তো পাগল হ্যায় ছবির টাইটেল ট্র্যাক। ব্রিকস চলাকালীন নিজের

কার্যকলাপের ছবি পোস্ট করতে তিনি বেছে নিয়েছেন হর দিল যো প্যায়ার করেগা ছবির টাইটেল ট্র্যাক।রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাতের ছবিতে ব্যবহৃত হয়েছে লগান ছবির চলে চলো, আর ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেস্কিয়ানের জন্য নয়া দওর ছবির সাথি হাত বাঁধনা। সামিটের ফাঁকে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বাড়িতে সাক্ষাতের ছবিতে ব্যবহার করেছেন বীর জারা ছবির অ্যায়সা দেশ হ্যায় মেরা গানটি।সামিটের প্রথম দিনেই আনোয়ারের বলিউডপ্রীতি প্রকাশ পায়। গালা ডিনারে পিয়ানোর সুরে তিনি গেয়ে ওঠেন কিশোর কুমারের বিখ্যাত গান খোয়াব হো তুম ইয়া কোয়ি হকিকত। ১৯৬৫ সালে তিন দেবিয়াঁ ছবিতে শচীন দেববর্মনের সুরে এই গানটি গেয়েছিলেন কিশোর কুমার, যা ২০২৪ সালের এক সাক্ষাৎকারেও গাইতে শোনা গিয়েছিল ইব্রাহিমকে। ব্রিকসের পর কিশোর কুমার নয়, গোটা বলিউডেরই জাবরা ফ্যান হয়ে উঠেছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী।

রাজস্থানের নোখায় লাল ঝড়

পৌরসভায় সিপিএমের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা

নয়া জামানাঃ রাজস্থানের নোখা পৌরসভা নির্বাচনে বিকাশ মঞ্চ অর্থাৎ সিপিআইএম বিপুল জয় ছিনিয়ে নিয়েছে। মোট ৪৫টি আসনের মধ্যে ২৯টি ওয়ার্ডে জয়লাভ করে দল একচেটিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। অন্যদিকে বিজেপি মাত্র ১৩টি আসনে সীমাবদ্ধ থেকেছে। বাকি ৩টি আসনে জয়ী হয়েছেন নির্দল প্রার্থীরা। ফলাফল ঘোষণার পরই নোখা শহরজুড়ে আবির খেলায় মেতে ওঠেন সিপিআইএম-এর কর্মী- সমর্থকরা। এই নির্বাচনে বিজেপির একাধিক বর্ষীয়ান নেতাকে পরাজয়ের মুখে মুখি হতে হয়েছে। দলের শহর মণ্ডল সভাপতি গঙ্গারাম পারীক এবং প্রাক্তন পৌরপ্রধান নির্মল ভূরা উভয়েই নির্বাচনে হেরে গিয়েছেন।তবে এই ভোটে ঝনবর পরিবারের প্রভাব উভয় শিবিরেই স্পষ্ট লক্ষ্য করা গিয়েছে। বিকাশ মঞ্চের হয়ে নারায়ণ ঝনবর ও সন্তোষ ঝনবর জয়ী হয়েছেন, আবার বিজেপির প্রভাবশালী নেতা শ্রীনিবাস ঝনবরের পুত্র মহেশ ঝনবরও জয়লাভ করেছেন।উল্লেখ যোগ্য বিষয়, নির্মল ভূরা নিজে হেরে গেলেও তাঁর স্ত্রী জয়শ্রী ভূরা

রাজস্থানের নোখা পৌরসভা নির্বাচনে বিকাশ মঞ্চ অর্থাৎ সিপিআইএম বিপুল জয় ছিনিয়ে নিয়েছে। মোট ৪৫টি আসনের মধ্যে ২৯টি ওয়ার্ডে জয়লাভ করে দল একচেটিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। অন্যদিকে বিজেপি মাত্র ১৩টি আসনে সীমাবদ্ধ থেকেছে।

বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়েছেন। এছাড়া বিজেপি নেতা আসকরণ ভট্টড়ের স্ত্রী যশোদা দেবীও নির্বাচনে জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন। সিপিআইএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি এই জয়ের জন্য দলের কর্মী ও সাধারণ মানুষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বিজেপি-আরএসএসের সাম্প্রদায়িক বিষের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা তুলে ধরেই এভাবে এগিয়ে যেতে হবে।তবে রাজস্থানের সামগ্রিক পুরভোটের ছবি ভিন্ন। বারান পুরসভা দখল করেছে আম আদমি পার্টি। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন বিজেপি জয়পুর ও উদয়পুরসহ রাজ্যের একাধিক পুরনিগমে বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছে।

মহাকাশে যুদ্ধাস্ত্র মোতায়েন স্বীকার করল আমেরিকা

নয়া জামানা ঃ মহাকাশে যুদ্ধাস্ত্র মোতায়েনের কথা স্বীকার করল আমেরিকা।জনপ্রিয় হলিউড ছবি স্টার ওয়ারস-এর কল্পকাহিনি এবার বাস্তবে রূপ নিতে চলেছে।পৃথিবীর মাটি ছাড়িয়ে মহাকাশকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলছে বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলি। প্রথমবারের মতো এ কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করলেন মার্কিন বায়ুসেনার সেক্রেটারি ট্রয় মেইঙ্ক। সোমবার এয়ার, স্পেস অ্যান্ড সাইবার কনফারেন্সে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানান, পৃথিবীর কক্ষপথে আমেরিকার স্পেস কন্ট্রোল সমরাস্ত্র মোতায়েন রয়েছে, যা শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে সক্ষম। তবে ঠিক কী ধরনের অস্ত্র পাঠানো হয়েছে, সে বিষয়ে বিশদে কিছু জানাননি তিনি।এতদিন এই অভিযোগ উঠলেও হোয়াইট হাউস তা কখনও স্বীকার করেনি। শূন্যে প্রতিযোগিতা এড়াতে বিষয়টি গোপন রাখা হয়েছিল। এই প্রথম ওয়াশিংটন প্রকাশ্যে স্বীকার করল যে, তাদের কিছু উপগ্রহে ইন্টারসেপ্টরের মতো গতিশীল অস্ত্র রয়েছে, যা সরাসরি

আক্রমণ করতে পারে, পাশাপাশি লেজার, জ্যামার ও তড়িৎচুম্বকীয় লক্ষ্যবস্তুতেও আঘাত হানতে সক্ষম। এই অস্ত্র শত্রুপক্ষের উপগ্রহ রাডার নষ্ট করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে বা যেকোনও হুমকি মোকাবিলায় ব্যবহার করা যায়।মহাকাশ যুদ্ধে আমেরিকা মূলত চিন ও রাশিয়াকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তাদের দাবি, চিন হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করছে এবং রাশিয়া মহাকাশে আক্রমণ-প্রতিরক্ষার মহড়া শুরু করেছে, যার পাল্টা হিসেবেই এই পদক্ষেপ জরুরি হয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৬৭ সালের আউটার স্পেস ট্রিটি অনুযায়ী মহাকাশে পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ হলেও সাধারণ অস্ত্র নিষিদ্ধ নয়, সেই ফাঁক গলেই আমেরিকার এই পদক্ষেপ।১৯৫৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্পুটনিক উৎক্ষেপণের পর থেকেই মহাকাশে সামরিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

পরবর্তীতে রাশিয়া, চিন ও ভারতও এমন প্রযুক্তি তৈরি করেছে যা শত্রুর উপগ্রহ ধ্বংস করতে সক্ষম। বিশেষজ্ঞদের মতে, আমেরিকার এই স্বীকারোক্তি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের গোল্ডেন ডোম মিসাইল ডিফেন্স পরিকল্পনার অংশ, যার লক্ষ্যেই ২০১৯ সালে গঠিত হয়েছিল স্পেস ফোর্স।

২৯ এর লোকসভা ভোটে বাড়ছে বুথ সংখ্যা , ইঙ্গিত দিল নির্বাচন কমিশন

নয়া জামানা ঃ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে দেশে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে। একটি আরটিআই-এর জবাবে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আগামী সাধারণ নির্বাচনে প্রায় ১৫.৩৮ লক্ষ পোলিং স্টেশন থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ব্যবহৃত ১০.৫২ লক্ষ ভোটকেন্দ্রের তুলনায় এই সংখ্যা প্রায় ৪৬ শতাংশ বেশি।আরটিআই-এ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৯-এর ভোটের আগে নতুন ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট কেনার জন্য প্রাথমিকভাবে প্রায় ৪৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ের হিসাব করা হয়েছে। বর্তমানে নির্বাচন কমিশনের মজুতে রয়েছে প্রায় ৩০.৪৮ লক্ষ ব্যালট ইউনিট (বিইউ) এবং ২১.৯২ লক্ষ কন্ট্রোল ইউনিট (সিইউ)। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় কমিশনের হাতে ছিল ১৪.৮৮ লক্ষ ব্যালট ইউনিট এবং ১১.৩০ লক্ষ কন্ট্রোল ইউনিট। অর্থাৎ, গত এক দশকে ইভিএমের মজুত উল্লেখ

যোগ্যভাবে বেড়েছে।তবে নতুন ইভিএম কেনার ক্ষেত্রে বড় কোনও পরিকাঠামোগত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নেই বলেই তথ্য থেকে ইঙ্গিত মিলেছে। কমিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৯ সালের ভোটের আগে ৩.৫৭ লক্ষ ব্যালট ইউনিট এবং ১.২৫ লক্ষ কন্ট্রোল ইউনিট কেনা হবে। একই সময়ে প্রায় সমসংখ্যক পুরনো মেশিন রিটায়ার বা ব্যবহার থেকে বাদ দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে।ফলে নতুন মেশিন কেনার প্রধান উদ্দেশ্য ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইভিএমের সংখ্যা বাড়ানো নয়, বরং পুরনো বা নির্দিষ্ট মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়া যন্ত্রের পরিবর্তে নতুন মেশিন আনা। কমিশনের বর্তমান মজুত এবং প্রস্তাবিত নতুন মেশিন মিলিয়েই ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রয়োজন মেটানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে।ভোটকেন্দ্রের সম্ভাব্য এই বৃদ্ধি নির্বাচন পরিচালনার পরিধি সম্পর্কে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।একইসঙ্গে, বিপুল সংখ্যক পুরনো যন্ত্র ধাপে ধাপে সরিয়ে আধুনিক ও নির্ভরযোগ্য যন্ত্র ব্যবহারের দিকেও গুরুত্ব দিচ্ছে কমিশন।

অভিবাসন ছাড়পত্র ছাড়াই বিদেশ পাড়ি, শোকজ এয়ার ইন্ডিয়াকে

নয়া জামানা ঃ দিল্লি বিমানবন্দর থেকে অভিবাসন ছাড়পত্র ছাড়াই ইটালির তিন নাগরিক এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে জার্মানির মিউনিখ পাড়ি দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় শুরু হয়েছে। চলতি মাসেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর জাতীয় নিরাপত্তা-সহ একাধিক প্রশ্ন ওঠায় নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ইতিমধ্যে শোকজ নোটিস পাঠানো হয়েছে এয়ার ইন্ডিয়াকে এবং গুরুতর পদ্ধতিগত ত্রুটি নিয়ে সংস্থার সিইও তেওলদে গেব্রেমারিয়ামের কাছে ব্যাখ্যা তলব করা হয়েছে।সূত্রের খবর, সন্দেহভাজন তিন যাত্রী গত ৪ সেপ্টেম্বর এয়ার ইন্ডিয়ার উড়ানে অমৃতসর থেকে দিল্লি আসেন। এরপর মিউনিখগামী লুফৎহানসার বিমানের টিকিট কেটে নির্দিষ্ট দিনে আন্তর্জাতিক উড়ানে চেপে বসেন। অভিযোগ, অভিবাসন ছাড়পত্র ছাড়াই তাঁদের আন্তর্জাতিক লাউঞ্জে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরে কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে এটি নিছক পদ্ধতিগত ত্রুটি, নাকি নেপথ্যে গভীর ষড়যন্ত্র, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য বিষয়, ওই সময়েই দিল্লিতে চলছিল ব্রিকস আন্তর্জাতিক সম্মেলন, যেখানে উপস্থিত ছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-সহ একাধিক দেশের রাষ্ট্রনেতা।মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিষয়টি নিয়ে জরুরি বৈঠক ডেকেছে অমিত শাহর মন্ত্রক। বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন, অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের সচিব, গোয়েন্দা সংস্থা আইবি-র ডিরেক্টর-সহ অন্য আধিকারিকদের। তলব করা হয়েছে এয়ার ইন্ডিয়ার প্রধান এবং দিল্লি বিমানবন্দরের কার্যনির্বাহী আধিকারিক (সিইও)-কেও।সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, নিয়ম লঙ্ঘন সংক্রান্ত নয়টি বিষয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার কাছে লিখিত জবাব চেয়েছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 15-09-2026 21:56 Page 8

রিভার প্লেটের ৮৭ বছরের রেকর্ড ভেঙে ইতিহাস আল নাসরের

নয়া জামানা ঃ ৮৭ বছরের পুরনো নজির ভেঙে বিশ্ব ফুটবলে নতুন ইতিহাস গড়ল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ক্লাব আল নাসর। সৌদি প্রো লিগে টানা ৯৪ ম্যাচে গোল করার নজির গড়েছে তারা। এর আগে এই রেকর্ড ছিল আর্জেন্টিনার ঐতিহ্যবাহী ক্লাব রিভার প্লেটের দখলে। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে টানা ৯৩ ম্যাচে গোল করেছিল রিভার প্লেট।শনিবার আল খালিজের বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করে আল নাসর। ম্যাচে রোনাল্ডো গোল না পেলেও দলের হয়ে ৭২ মিনিটে সমতা ফেরান আবদুল্লাহ আল হামদান। তাঁর গোলেই ৯৪ ম্যাচে পৌঁছে যায় আল নাসরের গোলের ধারাবাহিকতা। এই দৌড় শুরু হয়েছিল ২০২৩ সালের ৮ ডিসেম্বর আল রিয়াদের বিরুদ্ধে ৪-১ জয় দিয়ে। এরপর সৌদি লিগের কোনও ম্যাচেই গোলশূন্য থাকেনি রোনাল্ডোর দল।তবে ঐতিহাসিক সাফল্যের রাতেও ক্ষুব্ধ রোনাল্ডো। আল হিলালের বিরুদ্ধে আল তাউনকে ৬-০ গোলে হারানোর ম্যাচে একাংশ সমর্থক রুবেন নেভেসকে লক্ষ্য করে প্রয়াত পর্তুগিজ ফুটবলার দিয়োগো জোটার নাম ধরে কটাক্ষ করেন। জোটা ছিলেন নেভেসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং পর্তুগাল জাতীয় দলের সতীর্থ। ২০২৫ সালে গাড়ি দুর্ঘটনায় জোটার মৃত্যু হয়।ঘটনার প্রতিবাদ করে রোনাল্ডো সামাজিক মাধ্যমে জানান, এমন আচরণের বিরুদ্ধে লিগ কর্তৃপক্ষের কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং অভিযুক্তদের আজীবনের জন্য স্টেডিয়ামে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা উচিত। ইতিমধ্যেই সৌদি ফুটবল কর্তৃপক্ষ ও সৌদি প্রো লিগ ঘটনাটির নিন্দা করে তদন্তের কথা জানিয়েছে।

কোটি কোটি টাকার ব্র্যান্ড চুক্তি

বৈভবের ক্রিকেট ভবিষ্যৎ নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

নয়া জামানা ঃ মাত্র ২ বছর, তার মধ্যেই গোটা দেশের কাছে তরুণ প্রজন্মের নয়া মুখ হয়ে উঠেছেন বিহারের ১৫ বছরের ব্যাটার বৈভব সূর্যবংশী। ২০২৬ আইপিএল মরশুমে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছেন বৈভব। একইসঙ্গে আইপিএলের কমলা টুপি জিতেছেন তিনি। তবে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করার পর কেবল মাঠেই নয়, বিজ্ঞাপন জগতেও তাঁর চাহিদা এখন আকাশছোঁয়া। কিন্তু এখানেই একটা প্রশ্ন। এই বিজ্ঞাপন, টাকা-ঐশ্বর্যের এই দুনিয়াতে এসে বৈভবের ক্রিকেট স্কিল হারিয়ে যাবে না তো?বিজ্ঞাপন জগতের বিশেষজ্ঞদের মতে, বৈভব বর্তমানে এক দিনের ব্র্যান্ডিং বা কোনও শ্যুটিং-এর জন্য প্রায় দেড় থেকে দুই কোটি টাকা নিচ্ছেন। এই মূল্য বর্তমানে শুভমন গিল বা ঋষভ পন্থের সমতুল্য। তবে বৈভবের দিনে দিনে যা খ্যাতি বাড়ছে, এই টাকার অঙ্কটা খুব শীঘ্রই ৩-৪ কোটি টাকা ছুঁতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। অর্থাৎ, এখনই বৈভবের সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং জনপ্রিয়তার উপর ভিত্তি করে ব্র্যান্ডগুলো তাঁর পিছনে টাকা ঢালছে। এই বয়সে এত টাকা ও এত খ্যাতি কিন্তু সচিন তেন্ডুলকরও পাননি, যা পাচ্ছেন বৈভব।ভারতে নাবালক ক্রীড়াবিদদের বানিজ্যিক স্বত্বরক্ষার জন্য আমেরিকার নিল-এর মতো কোনও সুনির্দিষ্ট আইন নেই। তাই এখন বৈভব নিজে কোনও চুক্তিতে সই করতে পারেন না। তাঁর অভিভাবকের সম্মতিতেই সব হচ্ছে। তাঁর আইনি দিক দেখেন তাঁর অভিভাবক এবং রাজস্থান রয়্যালসের বাণিজ্যিক উপদেষ্টার দল। এখন না বৈভব পারেন ভোট দিতে, না গাড়ি চালাতে। পুরস্কার হিসেবে দামি গাড়ি উপহার পেলেও এখনও আইনত সেগুলো চালাতে পারেন না তিনি। কিন্তু কোনও ব্র্যান্ডের সঙ্গে যদি তাঁর দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করা থাকে, তাহলে ১৮ বছর বয়সের পর কী হবে? তখন যদি তিনি চুক্তিতে কোনও বদল আনতে চান, তাহলে কী কোম্পানিগুলো কোনও আইনি জট পাকাবে? এবং বিহারের একটি সাধারণ পরিবার এই বাণিজ্যিক চুক্তির মারপ্যাঁচ নিয়ে কতটা বুঝতে পারবেন, তা নিয়ে আইন বিশেষজ্ঞরা।২০২৫ সালে আইপিএলের গ্ল্যামার দুনিয়াতে পা রাখেন বৈভব। সেই বছর ১৪ বছরের বৈভবকে ১.১ কোটি টাকা দিয়ে কিনেছিল রাজস্থান। এই বছর অর্থাৎ ২০২৬ সালেও বেশ ভাল পারফর্ম করেছে বৈভব। ইতিমধ্যেই একটি সেঞ্চুরিও এসেছে এই সিজনে। তবে মাত্র ২ বছরের মধ্যেই কারও ব্র্যান্ড ভ্যালু গড়ে ওঠে কী? কারণ অনেকে আছেন, যাঁরা বহুদিন ধরে খেলে নিজেদের পায়ের নিচে একটা শক্ত জমি তৈরি করেছেন। তারপর তাঁরা দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করেছেন নানা ব্র্যান্ডের সঙ্গে। মাস কয়েক আগে, কমপ্ল্যানের মতো একটি বিখ্যাত ব্র্যান্ড তাঁকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিয়েবে নিযুক্ত করেছিল। কোটি টাকার চুক্তি করলেও এই মুহূর্তে বৈভবের হাতে কোনও স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি নেই। বৈভব যদি আগামীতে রাজস্থান রয়্যালস ছেড়ে দেন, তাহলে ফ্র্যাঞ্চাইজি আদৌ কি তাঁর হয়ে কাজ করবে? ভবিষ্যতে কোনও আইনি জটিলতা তৈরি হলে তার দায় কে নেবে, সেই প্রশ্নও থেকে যাচ্ছে।

চার ম্যাচেই পূর্ণ পয়েন্ট, প্রিমিয়ার লিগে শিরোপার দৌড়ে আর্সেনাল-সিটি

নয়া জামানা ঃ মাত্র চারটি ম্যাচ হয়েছে। তাই এখনই প্রিমিয়ার লিগের শিরোপার চূড়ান্ত হিসেব কষা অবশ্যই তাড়াহুড়ো হবে। তবে ২০২৬-২৭ মরসুমের শুরুতেই পয়েন্ট টেবিল যে ছবি তুলে ধরেছে, তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। চার ম্যাচে ১২ পয়েন্ট করে নিয়ে শীর্ষ দুইয়ে আর্সেনাল ও ম্যানচেস্টার সিটি। তৃতীয় স্থানে হাল সিটি, তাদের সংগ্রহ ৮ পয়েন্ট। অর্থাৎ, শুরুতেই চার পয়েন্টের ব্যবধান তৈরি হয়েছে।গত মরসুমে ২২ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে প্রিমিয়ার লিগ জিতেছিল আর্সেনাল। এবার মিকেল আর্তেতার দলও শুরু করেছে দুর্দান্ত ছন্দে। কভেন্ট্রি সিটি, অ্যাস্টন ভিলা, চেলসি ও সান্ডারল্যান্ডকে হারিয়ে চার ম্যাচে পূর্ণ ১২ পয়েন্ট তাদের। চার ম্যাচে মাত্র এক গোল হজম করেছে গানাররা। ফলে ধারাবাহিকতা এবং রক্ষণ দুই ক্ষেত্রেই তারা আপাতত শক্তিশালী। অন্যদিকে, পেপ গুয়ার্দিওলার বিদায়ের পর এনজো মারেসকার অধীনে নতুন যুগ শুরু করেছে সিটি। বোর্নমাউথ, ক্রিস্টাল প্যালেস, কভেন্ট্রি সিটি এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে হারিয়ে তারাও শতকরা ১০০ শতাংশ সফল। চ্যাম্পিয়নস লিগে পোর্তোকেও হারিয়েছে সিটি। তবে ম্যানচেস্টার ডার্বিতে আর্লিং হালান্ডের জয়সূচক গোল নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। প্রথমে অফসাইডের কারণে গোল বাতিল হলেও ভিএআর তা বহাল রাখে।

পরে প্রো রেফ স্বীকার করে, সিদ্ধান্তে ভুল হয়েছিল।আক্রমণে অবশ্য এখনও দুই দলই সর্বোচ্চ দাপট দেখাতে পারেনি। আর্সেনাল ও সিটি চার ম্যাচে আটটি করে গোল করেছে। ব্রাইটনের ১৩ এবং চেলসির ১০ গোলের তুলনায় তা কম। কিন্তু রক্ষণে দুই দলই দুর্দান্ত। লিভারপুল, চেলসি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও টটেনহ্যামের মতো সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীরা প্রত্যাশামতো শুরু করতে পারেনি। ফলে আপাতত আর্তেতা ও মারেসকার দলই বাকিদের থেকে স্পষ্ট ব্যবধানে এগিয়ে। তবে মরসুমের এখনও দীর্ঘ পথ বাকি, তাই এই লড়াইয়ের চূড়ান্ত রায় দেওয়ার সময় আসেনি।

সিএবি নির্বাচন ঘিরে জেলাশাসকদের চিঠি অনিশ্চয়তায় বার্ষিক সভা

নয়া জামানা ঃ বাংলা ক্রিকেটের গভর্নিং বডি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি)-র বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচন ঘিরে তৈরি হয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর বার্ষিক সাধারণ সভা হওয়ার কথা। সচিব, যুগ্ম-সচিব এবং অ্যাপেক্স কমিটির একটি শূন্য পদে নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এর মধ্যেই ছয় জেলাশাসকের চিঠিতে পরিস্থিতি জটিল হয়েছে।আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর বিকেল পর্যন্ত মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়সীমা। যুগ্ম-সচিব মদন ঘোষ এবং সচিব বাবলু কোলে সত্তরোর্ধ্ব হওয়ায় পদ ছাড়ছেন। অন্যদিকে অ্যাপেক্স কমিটির সদস্য আশিস চক্রবর্তীও পদত্যাগ করেছেন। এই তিন শূন্যপদে নির্বাচন নিয়ে যখন প্রস্তুতি তুঙ্গে, তখন সোমবার ছয় জেলাশাসক সিএবি-কে চিঠি দিয়ে বার্ষিক সাধারণ সভা পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করেছেন।চিঠিতে দাবি করা হয়েছে, সত্তরোর্ধ্ব সদস্য এবং যাঁদের সিএবি-তে নবছরের মেয়াদ শেষ হয়েছে, তাঁদের যেন সভায় অংশ নিতে দেওয়া না হয়। শাসকগোষ্ঠীর দাবি, আরও কয়েকটি জেলা একই ধরনের চিঠি দিতে পারে।তবে নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হলেও ২৪ সেপ্টেম্বর বার্ষিক সাধারণ সভা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তিন শূন্যপদে নির্বাচন সম্ভব না হলে আপাতত বর্তমান ব্যবস্থাতেই কাজ চালানোর কথা ভাবা হচ্ছে। কিন্তু সচিব ও যুগ্ম-সচিব ছাড়া সিএবি-র প্রশাসনিক কাজ চালানো কঠিন। সামনে রঞ্জি ট্রফি-সহ বিপুল ঘরোয়া ক্রিকেট। তাই দীর্ঘমেয়াদি অচলাবস্থার আশঙ্কাও থাকছে।জেলাশাসকদের চিঠির কথা স্বীকার করেছেন সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। পরিস্থিতি সামলাতে আইনি পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

চল্লিশে ওডিআই প্রত্যাবর্তন সচিনের বিশ্বরেকর্ড ভাঙ্গলেন টেলর

নয়া জামানাঃ সচিন তেন্ডুলকরের দীর্ঘদিনের বিশ্বরেকর্ড ভেঙে নতুন ইতিহাস গড়লেন জিম্বাবোয়ের ব্রেন্ডন টেলর। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মঙ্গলবার হারারে স্পোর্টস ক্লাবে সিরিজের প্রথম ওডিআইয়ে মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গেই আন্তর্জাতিক একদিনের ক্রিকেটে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় সক্রিয় থাকা ক্রিকেটারের নজির নিজের নামে করে নিলেন ৪০ বছরের এই উইকেটকি পার-ব্যাটার। ২০০৪ সালের ২০ এপ্রিল শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওডিআই অভিষেক হয় টেলরের। এরপর দীর্ঘ ক্রিকেটজীবনে একাধিকবার বিরতি এলেও মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নেমে তাঁর ওডিআই কেরিয়ারের মেয়াদ দাঁড়াল ২২ বছর চার মাস। এতদিন এই রেকর্ড ছিল সচিনের দখলে। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০১২ সালের মার্চ পর্যন্ত ২২ বছর তিন মাস ওডিআই ক্রিকেটে সক্রিয় ছিলেন ভারতীয় কিংবদন্তি।

টেলর ২০ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখেন। জিম্বাবোয়ের ক্রিকেটে নিজেকে অন্যতম সেরা ব্যাটার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। এখনও পর্যন্ত ২০৭টি ওডিআইয়ে ৬,৭০৪ রান করেছেন টেলর। রয়েছে ১১টি শতরান, যা জিম্বাবোয়ের ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বাধিক।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।